গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
খুলনা
(এস, এ শাখা)
www.khulnadiv.gov.bd

বিষয় : খুলনা বিভাগীয় মাসিক আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সংক্রান্ত জুন/২০২০ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।

সভার স্থান : বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষ।

সভার তারিখ : ১৫-০৬-২০২০ খ্রি. সময় : ১২.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : উপস্থিত, প্রতিনিধিমূলে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট-ক।

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতঃপর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), খুলনাকে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুযায়ী তিনি সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন এবং বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

১। গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন :

সভায় মে/২০২০ মাসের আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

২। জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা :

আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২প্রকল্প সংক্রান্ত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভার তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় মে/২০২০ মাসে প্রত্যেকটি জেলায় টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রেখে সভার কার্যবিবরণী পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর কার্যালয়সহ এ কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সংক্রান্ত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও কার্যবিবরণী পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর কার্যালয়সহ এ কার্যালয়ে প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), খুলনা বিভাগ

৩। আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প :

আশ্রয়ণ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা করে আশ্রয়ণ প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করার এবং প্রকল্পগুলো টেকসই করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় প্রদাপ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প নিয়মিত পরিদর্শন করে, পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখের ০৩.৭০২.০২৮.০০.০০.১৩২৮.২০১৬-১৩২০ নং স্মারকের নির্দেশনা ও প্রেরিত 'ছক' মোতাবেক জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক এবং এ কার্যালয়ের ২৭-০৩-১৮ তারিখে ০৫.৪৪.০০০০. ০০২.০৫.০১১.১৮-২৬৩(১০)নং স্মারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দ একটি কর্মপরিকল্পনা করে আশ্রয়ণ প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করে এবং প্রকল্পগুলো টেকসইকরণের সুপারিশসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়সহ এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরসহ এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (গ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১২/০৯/১৮খ্রি. তারিখের ০৩.০৬১.০৩০.০০.০০.০৫.২০১৮ নং স্মারকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন প্রসূত আশ্রয়ণ-২প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয় ০২(দুই)টি নির্দেশনা প্রদান করেছেন : (১) জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (২) ইতোমধ্যে যে সকল জেলা ও উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণী প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

৪। ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

মে/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট ৫৭টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩,০৪,৬০,৫০০/- টাকা। মূল বরাদ্দ থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ২,৮০,৯৪,৫০০/-টাকা। ঘূর্ণায়মাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ৬,০৬,৮২,২০০/- টাকা। অবিলিকৃত টাকার পরিমাণ ১৬,৪৮,০০০/- টাকা। বিতরণকৃত অর্থের শতকরা হার ৯৮%।

মে/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট ১০১টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের (ফেইজ-২) এর অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৫,৭৪,৮২,০০০/- টাকা। মূল বরাদ্দ থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ৫,৩৫,৮১,০০০/-টাকা ও ঘূর্ণায়মাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ৭,৮০,৭৮,৫০০/-টাকা। অবিলিকৃত টাকার পরিমাণ ৩৯,০১,০০০/- টাকা। বিতরণকৃত অর্থের শতকরা হার ৯৩%।

মে/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট ৩৪টি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩,৩৭,৯০,০০০/- টাকা। মূল বরাদ্দ থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ১,৮২,৩০,০০০/-টাকা ও ঘূর্ণায়মাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ২১,৯৭,০০০/-টাকা। অবিলিকৃত টাকার পরিমাণ ১,৫১,০৩,০০০/- টাকা। বিতরণকৃত অর্থের শতকরা হার ৫৪%।

আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, আশ্রয়ণ প্রকল্পে নড়াইল জেলায় ৭৯%, আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) খুলনা জেলায় ৭৯% ও যশোর জেলায় ৫৬% এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের খুলনা জেলায় ৪২%, বাগেরহাট জেলায় ৪৯%, যশোর জেলায় ৭৭%, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৫৭% হওয়ায় সরেজমিনে যাচাই করে ঋণ বিতরণের ১০০% হার বৃদ্ধি করে গৃহীত কার্যক্রম এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা, বাগেরহাট,যশোর, নড়াইল ও চুয়াডাঙ্গা জেলা-কে অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক) আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের খুলনা, বাগেরহাট,যশোর,নড়াইল এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার ঋণ বিতরণের হার ১০০% এ উন্নীত করতে হবে।	(১)জেলা প্রশাসক, খুলনা, বাগেরহাট,যশোর,নড়াইল এবং চুয়াডাঙ্গা । (২) যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, খুলনা। (৩) পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, খুলনা। (৪) উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর,বাগেরহাট যশোর,নড়াইল এবং চুয়াডাঙ্গা

৫। ঋণ আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদন (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

মে/২০২০ তারিখ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৯,৪২,২০,৫০০/-টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ৯,৫৭,৮৫,৭৮৩/-টাকা। মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৮,০৩,৬১,৬০৯/- টাকা। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ১,৪৭,৩৯,৯৯৮/-টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৮৬%।

মে/২০২০ তারিখ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১২,৪৪,৬৫,৫০০/-টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ১৩,০৩,১৬,৮০১/- টাকা। মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১০,১৩,১৪,৭০১/- টাকা। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ২,৭৭,৯০,২২০/-টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৮২%।

মে/২০২০ তারিখ পর্যন্ত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২,০৪,২৭,০০০/-টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ১,৭৫,৬৩,০৭৭/-টাকা। মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১,৩৩,৫৯,১৯৯/- টাকা। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ৭৭,০৫,৯৩৪/-টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৬৫%।

সাতক্ষীরা ও নড়াইল জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্প, খুলনা, নড়াইল ও মেহেরপুর জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্পের (ফেইজ-২) এবং নড়াইল ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধি করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক) খুলনা/সাতক্ষীরা/নড়াইল/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর জেলার ঋণ আদায়ের হার ১০০% এ উন্নীত করতে হবে। (খ) ঋণ গ্রহীতাগণ যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছেন ঋণের অর্থ সে উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করে যাতে ঋণের কিস্তি সময়মত পরিশোধ করতে পারেন তা মনিটরিং করতে হবে।	(১)জেলা প্রশাসক,খুলনা/সাতক্ষীরা/নড়াইল/ চুয়াডাঙ্গ/মেহেরপুর। (২) যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, খুলনা। (৩) পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, খুলনা। (৪) উপ-পরিচালক,সমাজ সেবা অধিদপ্তর খুলনা/সাতক্ষীরা/নড়াইল /চুয়াডাঙ্গা/ মেহেরপুর।

৬। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর মে/২০২০ মাস পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরুপ দেয়া হলো। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের তথ্যাদি এ কার্যালয় প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিষয়	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে জন্মের সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে মৃত্যুর সংখ্যা	মোট লোক সংখ্যা	সক্ষম দম্পত্তির সংখ্যা	স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	অবশিষ্ট দম্পত্তির সংখ্যা	শতকরা হার
আশ্রয়ণ প্রকল্প	৪,৯১১	০৭	-	১৪,৫৯১	৩,১৪২	৬৭৪	২,০৭৩	৩৯৫	৮৭%
আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৭,৭১০	০৮	০২	২১,৯২৬	৪,২২৬	৯৯৭	২৬৫১	৫৭৮	৮৮%
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	৩,৭২৯	০১	-	৮,৭৩৭	১,৯০৩	৩১৬	১,৩৫৫	২৩২	৮৮%
মোট	১৬,৩৫০	১৬	০২	৪৫,২৫৪	৯,২৭১	১,৯৮৭	৬,০৭৯	১,২০৫	৮৭%

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক) আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মত সরকারের বিশেষ প্রকল্পে সীমাবদ্ধ এলাকায় পুনর্বাসিত কোন সক্ষম দম্পত্তি যাতে কার্যক্রম থেকে বাদ না যায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (খ) আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ১০০% উন্নীত করতে হবে।	(১) জেলা প্রশাসক, সকল (২) পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

৭। শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পে মোট শিশুর (৬-১১ বছর) সংখ্যা ২,২৭৬ জন। আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ মোট শিশু (৬-১১ বছর) সংখ্যা ৩৩৫৯ জন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে মোট শিশুর (৬-১১ বছর) সংখ্যা ১৪০৫ জন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় না ১০ জন শিশু।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মোট বয়স্ক (১১-৪৫ বছর) লোকের সংখ্যা ৯,৩২৯ জন। তন্মধ্যে স্বাক্ষর করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ৮৫১৮ জন এবং নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৮১১ জন। বয়স্ক শিক্ষার হার ৯৩%।

আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ মোট বয়স্ক (১১-৪৫) লোকের সংখ্যা ১২,৬২৮ জন। তন্মধ্যে স্বাক্ষর করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ১০,৮৭৪ জন এবং নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ১৭৫৪ জন। বয়স্ক শিক্ষার হার ৮৯%।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে মোট বয়স্ক (১১-৪৫) লোকের সংখ্যা ৪,৬৪৮ জন। তন্মধ্যে স্বাক্ষর করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ৩,৯০৬ জন এবং নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৭৪২ জন। বয়স্ক শিক্ষার হার ৮৮%।

আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প(ফেইজ-২) এর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় করে দেখা যায়,যে বিদ্যালয় যায় সব শিশুরা। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, খুলনা জেলায় ১০ জন শিশু বিদ্যালয় যায় না।

আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ সব শিশু বিদ্যালয় যাওয়ায় জেলা প্রশাসকগনকে ধন্যবাদ দেন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সরকারের একটি বিশেষ প্রকল্প হওয়ায় শিক্ষার হার ১০০% এ উন্নীত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে স্কুলগামী প্রতিটি শিশু স্কুলে যাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করণসহ শিশুদের স্কুলে যাওয়ার যদি রাস্তা না থাকে প্রয়োজন হলে রাস্তা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ প্রসঙ্গে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে বসবাসকারী বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। খ) বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মত সীমাবদ্ধ এলাকায় বয়স্ক ও শিশু শিক্ষার হার ১০০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে নিবিড় তদারকিসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	১) জেলা প্রশাসক (সকল)। ২) উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, খুলনা বিভাগ,খুলনা

৮। প্যাকেজ প্রশিক্ষণ (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

ক) মে/২০২০ মাসে এ বিভাগের আশ্রয়ণ প্রকল্পে খুলনা জেলার (৯৯%) ঝিনাইদহ জেলা (৮২%) এবং মাগুরা জেলায় (৭৯%) ব্যতীত সকল জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্যাকেজ প্রশিক্ষণ (১০০%) উন্নীত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

খ) মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) প্যাকেজ প্রশিক্ষণ খুলনা ও মাগুরা জেলা ব্যতীত অন্য সকল জেলার প্যাকেজ প্রশিক্ষণ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের প্যাকেজ প্রশিক্ষণ ১০০% সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

গ) মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে প্যাকেজ প্রশিক্ষণ খুলনা, বাগেরহাট,যশোর, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। নড়াইল জেলায় ৫০% ও কুষ্টিয়া জেলায় ১৭% প্যাকেজ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ঝিনাইদহ জেলায় প্যাকেজ প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু হয়নি। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঝিনাইদহ জেলা-কে প্যাকেজ প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইহা ছাড়া যে সকল জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ(ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্যাকেজ প্রশিক্ষণ ১০০% সম্পন্ন করা হয়নি, ১০০% সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে প্যাকেজ প্রশিক্ষণ ১০০% এ উন্নীত করতে হবে। খ) ঝিনাইদহ জেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে প্যাকেজ প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে।	০১। জেলা প্রশাসক,নড়াইল ও কুষ্টিয়া। ০২। জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ।

৯। কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

মে/২০২০ মাস পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের কাজ এ বিভাগের সকল জেলায় ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে ঝিনাইদহ, মাগুরা ও মেহেরপুর জেলায় ব্যতীত অন্যান্য জেলায় কমিউনিটি সেন্টারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টার যাতে উপযুক্ত কাজে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করা হয়। একই সাথে কমিউনিটি সেন্টার যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়ার কথা সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়। যে সমস্ত জেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ হয়নি, নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) কমিউনিটি সেন্টার ব্যবহারে যথাযথ তদারকি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার গণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। খ) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ, মাগুরা ও মেহেরপুর জেলায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) জেলা প্রশাসক (সকল) খ) ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর

১০। কবুলিয়ত রেজিস্ট্রেশন ও নামজারি (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুর্নবাসিত ৪,৪৯৫টি পরিবারের মধ্যে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি হয়েছে ৩,৮৯৮টি। অরেজিস্ট্রিকৃত ৫৯৭টি। রেজিস্ট্রিকৃত কবুলিয়তের মধ্যে নামজারি হয়েছে ৩,৫২৫টি এবং নামজারি বিহীন রয়েছে ৩৮৩টি। এ বিভাগে মে/২০২০ মাসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, খুলনা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলায় নামজারির অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৭৮%, ৫৪%,৭২% ও ৮২%।

মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) পুর্নবাসিত ৮,২৬১টি পরিবারের মধ্যে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি হয়েছে ৭,৩৭৯টি। অরেজিস্ট্রিকৃত ৮৮২টি। রেজিস্ট্রিকৃত কবুলিয়তের মধ্যে নামজারি হয়েছে ৬,৪৯২টি এবং নামজারি বিহীন রয়েছে ৯০২টি। এ বিভাগে মে/২০২০ মাসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, খুলনা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ জেলার নামজারির অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৮২%, ৯৩% ও ৬৫%।

মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পুর্নবাসিত ৩,৮৫১টি পরিবারের মধ্যে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি হয়েছে ২,৬৬৫টি। অরেজিস্ট্রিকৃত ১,২৪৬টি। রেজিস্ট্রিকৃত কবুলিয়তের মধ্যে নামজারি হয়েছে ১,৭৬৫টি এবং নামজারি বিহীন রয়েছে ৯৭০টি। এ বিভাগে মে/২০২০ মাসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, খুলনা,সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ,নড়াইল, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলার নামজারির অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৭৮%, ৬৮%,৪৭%,৬৫%,৩৪% ও ৬৩%।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার নামজারির হার সন্তোষকজনক নয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুর্নবাসিতদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানকৃত জমির কবুলিয়ত রেজিস্ট্রিশন ও নামজারি কার্যক্রম খুলনা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলায় এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) এ খুলনা, সাতক্ষীরা ও মাগুরা জেলায় ১০০% এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে খুলনা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১০০% এ উন্নীত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ-কে অনুরোধ করা হলো। ইহা ছাড়া ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার জেলা প্রশাসককে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নামজারির হার বাড়ানোর জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং তদারকী করার জন্য জেলা প্রশাকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	১। জেলা প্রশাসক, খুলনা সাতক্ষীরা/ ঝিনাইদহ/ মাগুরা/নড়াইল/ কুষ্টিয়া/ চুয়াডাঙ্গা

১১। পরিবার পুনর্বাসন (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৫১৩টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। মে/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট পুনর্বাসিত ইউনিটের সংখ্যা ৪,২৩৩টি। বর্তমানে খালি আছে ৫৯৬টি।

মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পের (ফেইজ-২) এ ৯৮টি প্রকল্পের মধ্যে নির্মিত ব্যারাক হাউজের সংখ্যা ৯৩৩টি। মে/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট পুনর্বাসিত ইউনিটের সংখ্যা ৭,১৯১টি। ১,৪৩৯টি ইউনিট বর্তমানে খালি আছে।

মে/২০২০ মাসে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৫৩টি প্রকল্পের মধ্যে নির্মিত ব্যারাক হাউজের সংখ্যা ৭৬১টি। মে/২০২০ মাস পর্যন্ত মোট পুনর্বাসিত ইউনিটের সংখ্যা ৩,৬৬৮টি। ৪৭৭টি ইউনিট বর্তমানে খালি আছে।

সভায় অবিলম্বে প্রকৃত গৃহহীন পরিবার/ভিক্ষুকদের বাছাই করে খালি ইউনিট সমূহে পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল ও কুষ্টিয়া জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল ও মেহেরপুর জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প(ফেইজ-২) এবং বাগেরহাট, সাতক্ষীরা,নড়াইল ও মেহেরপুর জেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পরিবার পুনর্বাসনের জন্য কোন খালি ইউনিট নেই। তবে যে সকল জেলায় খালি ইউনিট রয়েছে খালি ইউনিট থাকার কারণ সমূহ উল্লেখ করতে হবে। উপযুক্ত ভূমিহীন পরিবার/ভিক্ষুকদেরকে যাচাই বাছাই পূর্বক পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত খালি ইউনিটসমূহ ভূমিহীন পরিবার/ভিক্ষুকদেরকে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল)

১২। গুচ্ছগ্রাম-১ম ও গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়ের তথ্য :

ক্রঃ নং	জেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম (১ম ও ২য়)	জমির পরিমাণ	ইউনিটের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	দলিল সম্পাদনের সংখ্যা	নামজারির সংখ্যা	ফাঁকা ইউনিটের সংখ্যা		মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	খুলনা	১২	৭২.০৫	৫১৮	৫১৮	৩২৯	২৪১	০৭	-	
২	বাগেরহাট	১০	৩৯.৯৩	৪৯০	৪৯০	৪৬০	৪৬০	-	-	
৩	সাতক্ষীরা	২০	২৩৯.৬২	৮২৪	৭৮২	৫৫২	৫৫২	৪২	-	
৪	যশোর	০৮	১৪.৭৭	২৭৩	২৭৩	২৭৩	২৭৩	-		
৫	ঝিনাইদহ	১৫	১১.৯৯	২২১	১০২	১০২	১০২	-	গোবিন্দপুর ও ভবনগর গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। বাকী ০৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজশেষ পর্যায়ে।	
৬	মাগুরা	১২	১৩১.০১	৩৯৯	৩৪৪	৩২৪	৩২৪	-	-	
৭	নড়াইল	০৮	৪২.৩১	৪২৩	৩৮৩	৩৮৩	৩৬০	৪০	-	
৮	কুষ্টিয়া	০৪	২১.০৭	১৩৩	১৩৩	৯৯	৯৯	-	-	
৯	চুয়াডাঙ্গা	০২	১৩.৯৪	১০০	১০০	৭০	৭০	০৫	০৫টি পরিবার চলে গেছে।	
১০	মেহেরপুর	০১	২.০৬	৩০	৩০	৩০	৩০	-		
মোট		৯২	৫৮৮.৭৫	৩৪১১	৩১৫৫	২৬২২	২৫১১	৯৪		

১৩। বরিশালে আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগে নির্মিত গুচ্ছগ্রামের তালিকা :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম	ঘরের সংখ্যা	মন্তব্য
১	খুলনা	পাইকগাছা	খড়িয়া চেমসাখালী	৩০	
২	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	চাপাতলা	৩০	
৩	নড়াইল	লোহাগড়া	মাইগ্রাম-২	২০	
৪	নড়াইল	লোহাগড়া	পাংখার চর-২	৪০	
৫	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	পানখালী চুনা	৪০	
৬	মাগুরা	শালিখা	আড়পাড়া	২০	
		মোট	০৬	১৮০	

রিজিওনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প, বরিশাল হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি)-১ প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সাহস-২ নামে একটি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত গুচ্ছগ্রামে পুর্নবাসিত পরিবারের সংখ্যা-৪০টি। কিন্তু অদ্যাবধি দলিল সম্পাদিত হয়নি। বিষয়টির উপর জেলা প্রশাসক, খুলনার দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দলিল সম্পাদনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

ইহাছাড়া নতুন নতুন গুচ্ছগ্রামের প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য এ বিভাগের জেলা প্রশাসকগন-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) সাহস-২ গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দলিল সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক, খুলনা।

১৪। বিবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

(ক) সভায় সভাপতি কর্তৃক জানানো হয় যে, কোন মানুষ গৃহহীন থাকবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং আশ্রয়ণ প্রকল্পে প্রকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীন/ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং প্রতিটি জেলা হতে কমপক্ষে একটি করে আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্থান বাছাই এর পাশাপাশি সেখানে কাদেরকে পুনর্বাসিত করা হবে তাও বাছাই করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বিধায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সকল তথ্য বাস্তব ভিত্তিক নির্ভুল প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য এ বিভাগের জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হলো।

(খ) আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগীরা যেন কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় ও বসবাস করে সে বিষয়টি জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সরাসরি প্রকল্প/প্রকল্পস্থান পরিদর্শনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং প্রকল্পগুলো টেকসই করণের সুপারিশ প্রেরণ করবেন।

(গ) প্রকল্পের ব্যারাক ঘর সংস্কারের ক্ষেত্রে টিআর/কাবিখা বরাদ্দের কিছু অংশ ব্যয় করার জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(ঘ) আশ্রয়ণ প্রকল্প ছেড়ে যারা ইতোমধ্যে চলে গেছে তাদের বরাদ্দ বাতিলপূর্বক জরুরিভিত্তিতে নতুন করে পুনর্বাসন করতে হবে।

(ঙ) 'মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কার্যালয় হতে গত ৩১-০৫-২০২০ তারিখে ০৩.০২.০০০০.৭০২.১৪.৬৬৭.২০১৩-৫০০নং স্মারকে ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবার ('ক' শ্রেণি) এবং যার জমি আছে ঘর নেই ('খ' শ্রেণি, যাদের ১-১০শতাংশ জমি আছে) প্রেরিত তালিকা যাচাই-বাছাইপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে Excel Sheet এ প্রকল্প পরিচালক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বরাবর প্রেরণ করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হয়। ইহ ছাড়াও ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের প্রাথমিক তালিকা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোন রকম স্বজনপ্রীতি কিংবা পক্ষপাতিত্বের বিষয়ে 'জিরো' Tolerence নীতি গ্রহণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব গত ১৫-০৩-২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। 'মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না' এ বিষয়টি বিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে বাস্তব ভিত্তিক নির্ভুল তথ্য প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৮/৭/২০২০

ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
বিভাগীয় কমিশনার
খুলনা।
ফোন-০৪১-২৮৫০০৩৫ (অফিস)

নং- ০৫.৪৪.০০০০.০০২.০৫.০০১.২০৯- ২৮৪ (২৭)

তারিখ : ২৪/০৬/২০২০ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

০৩। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

০২। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

০৩। পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

০৪। জেলা প্রশাসক, খুলনা/ বাগেরহাট/ সাতক্ষীরা/ যশোর/ নড়াইল/ মাগুরা/ ঝিনাইদহ/ কুষ্টিয়া/ চুয়াডাঙ্গা/ মেহেরপুর।
(অনুচ্ছেদ ভিত্তিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।)

০৫। কর্ণেল স্টাফ/জিএসও-১, সদর দপ্তর, ৫৫ পদাতিক ডিভিশন, যশোর সেনানিবাস, যশোর।

০৬। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, খুলনা জোন, খুলনা/যশোর জোন, যশোর।

০৭। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, খুলনা।

০৮। রিজিওনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প, রিজিওনাল অফিস, পোর্ট রোড, বরিশাল।

০৯। পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, খুলনা।

১০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কম্পিউটার সেল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ের ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য)।

১১। উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা/ঝিনাইদহ/নড়াইল/চুয়াডাঙ্গা।

১২। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

২৪/০৬/২০২০

সাধন কুমার বিশ্বাস
সিনিয়র সহকারী কমিশনার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-২৮৫০০৪৩ (অফিস)